বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন

৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০২১

তারিখ : ২১ কার্তিক ১৪২৮, ৬ নভেম্বর ২০২১

সমবায় অধিদপ্তর
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বিশেষ ক্রোড়পত্র

সহযোগিতায় : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।
২১ কার্তিক ১৪২৮
০৬ নভেম্বর ২০২১

বাণী

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ বছর জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও শোষণমুক্ত সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ। সমবায়কে তিনি উন্নয়নের অন্যতম প্রায়োগিক পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। সমবায় সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর চিন্তাধারা ছিল গভীর এবং ব্যাপক। ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।"
বাংলাদেশের কৃষি ও অন্যান্য উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগসহ উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ ও পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিসহ নারীর ক্ষমতায়ন, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমবায় একটি কার্যকরী পদ্ধতি। কোভিড-১৯ এর কারণে সারাবিশ্ব বর্তমানে এক কঠিন সময় পার করছে। সমবায় পদ্ধতির পারস্পরিক সহযোগিতা, সমবেত প্রচেষ্টা ও মূল্যবোধের চর্চা বর্তমান সংকট উত্তরণে ভূমিকা রাখতে পারে। বর্তমানে দেশে প্রায় ১ লক্ষ ৯৬ হাজার সমবায় সমিতি রয়েছে। এ সকল সমবায় সমিতি শেয়ার ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজিগঠন, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, উৎপাদন, বিপণন প্রভৃতি কার্যক্রমের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নসহ সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।
বঙ্গবন্ধু এ দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করতে নিয়েছিলেন বহুমুখী পরিকল্পনা, দিয়েছিলেন অর্থনীতির নতুন ফর্মুলা। তাঁরই উদ্ভাবিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন দর্শন বাস্তবে রূপ দিতে তিনি সমবায়ের অন্তর্নিহিত শক্তিকে পুরোমাত্রায় ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অর্থনৈতিক দর্শন 'সমবায়' এর শক্তিকে একটি গণমুখী সমবায় আন্দোলনে পরিণত করতে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।
আমি ৫০তম জাতীয় সমবায় দিবসের সকল কর্মসূচীর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।
জয় বাংলা,
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মো : আব্দুল হামিদ

বঙ্গবন্ধু, মুজিববর্ষ এবং সমবায়

ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস
নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর

আজ ৬ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিঃ, শনিবার। ৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস। বাংলাদেশের সমবায়ীদের একটি পতাকাতলে এনে তাদের উৎসাহ প্রদান, উন্নয়নের ধারায় সমবায় কার্যক্রম পরিচালনা এবং সমবায়ের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা স্বয়ম্ভরতা অর্জনের মহান ব্রত নিয়ে ১৯৭২ খ্রিঃ থেকে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতি বছর পালিত হয়ে আসছে জাতীয় সমবায় দিবস। এ বছরের প্রতিপাদ্য হচ্ছে : বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ের উন্নয়ন। আমাদের দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিষয়টি সময়োপযোগী-চাহিদা উপযোগী এবং ব্যাপক মানুষের কল্যাণ, সর্বোপরি দেশের জনগণের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নিরিখে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি প্রত্যয়।

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন

বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন-সমবায়কে হাতিয়ার করতে চেয়েছিলেন স্বপ্নের বাংলা বিনির্মাণে। ৩০ জুন ১৯৭২ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন কর্তৃক আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত বাণীতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন—'আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে—এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ-সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ।'
উপরিউক্ত দর্শনের আলোকে বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন দেশের প্রতিটি গ্রামে সমবায় সমিতি গঠন করা হবে। তিনি গণমুখী সমবায় আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সমবায় নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন যে কত গভীরে প্রোথিত ছিল এবং কত সুদূরপ্রসারিত চিন্তাসমৃদ্ধ তা লক্ষ্য করা যায় ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত তাঁর বক্তব্যের মধ্যে। উক্ত ভাষণে তিনি বলেছিলেন—'...বাংলাদেশ আমার স্বপ্ন, ধ্যান, ধারণা ও আরাধনার ধন। আর সে সোনার বাংলা ঘুমিয়ে আছে চির অবহেলিত গ্রামের আনাচে কানাচে, চির উপেক্ষিত পল্লীর কন্দরে কন্দরে, বিস্তীর্ণ জলাভূমির আশেপাশে আর সুবিশাল অরণ্যের গভীরে। ভাইয়েরা আমার-আসুন সমবায়ের যাদুস্পর্শে সুপ্ত গ্রাম বাংলাকে জাগিয়ে তুলি। নব-সৃষ্টির উন্মাদনায় আর জীবনের জয়গানে তাকে মুখরিত করি।'

বঙ্গবন্ধুর সমবায়সম্পৃক্ত আহবান

বঙ্গবন্ধু সমবায় আন্দোলনকে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করতেন। কুমিল্লার এক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট জানিয়ে দেন, সমবায় আন্দোলন জোরদার করাই তার সরকারের নীতি। তিনি সেটা করতে সব ধরণের উদ্যোগ নিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, চাষিদের স্বার্থ রক্ষা এবং জনগণকে সমবায় পদ্ধতি গড়ে তোলার আহ্বানও জানান।
স্বাধীনতার পরপরই বঙ্গবন্ধু সমবায় বিষয়ে জনগণকে তৎপর হওয়ার জন্য আহবান জানান। এ ধরনের একটি আহবান সংবলিত প্রতিবেদন আমরা দৈনিক বাংলার ২ এপ্রিল ১৯৭২ সংখ্যায় পাই। পত্রিকার প্রতিবেদনটি নিম্নরূপ : সমবায়

বাকি অংশ নিচে দেখুন

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২১ কার্তিক ১৪২৮
০৬ নভেম্বর ২০২১

বাণী

সারাদেশে ৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি দেশের সকল সমবায়ীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। এবারের সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন'—অত্যন্ত সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি।
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল একটি সুখী-সমৃদ্ধ-স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তোলা। সমবায়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশের সংবিধানে সমবায়কে মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে নির্ধারণ করেন তিনি। এদেশের গণমানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য জাতির পিতা গণমুখী সমবায় আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের অন্যতম সমবায় প্রতিষ্ঠান 'মিল্কভিটা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হাতেই গড়ে ওঠে।
জাতির পিতার অন্যতম উন্নয়ন দর্শন ছিল 'সমবায়'। সমবায়ের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ। বর্তমানে দেশে প্রায় ১ লক্ষ ৯৬ হাজার সমবায় সমিতি রয়েছে, যার ব্যক্তি সদস্য প্রায় ১ কোটি ১৭ লক্ষ। সমবায় দেশের কৃষি, মৎস্য চাষ, পশুপালন, দুগ্ধ উৎপাদন, পুষ্টি চাহিদা পূরণ, পরিবহণ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, আবাসন, নারীর ক্ষমতায়ন, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
সমবায় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনয়নের জন্য সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ এবং পরবর্তীতে সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়। সমবায় খাতে বাজেট বৃদ্ধিসহ প্রশিক্ষণ, আর্থিক ও উপকরণ সহায়তা প্রদানের কারণে সমবায়ীদের জীবনমান ও সামাজিক উন্নয়ন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।
মুজিববর্ষে জাতির পিতার গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে 'বঙ্গবন্ধু মডেল ভিলেজ' করার কাজে হাত দিয়েছি আমরা। প্রাথমিকভাবে দেশের ৯টি জেলার ১০টি গ্রামের মোট ৫ হাজার মানুষ এ প্রকল্পের সুফল পাবেন। গ্রামের আয়বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত গ্রামীণ জীবনযাপনের সুযোগ ও গ্রাম থেকে শহরমুখী জনস্রোত কমাতে এ প্রকল্প ভূমিকা রাখবে।
আওয়ামী লীগ সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য কাজ করে চলেছে। আশা করি, সরকারের এ লক্ষ্য পূরণে দেশের সমবায় সংগঠনগুলো অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে আমরা সক্ষম হবো, ইনশাআল্লাহ।
আমি ৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০২১ এর সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

নভেম্বর মাসের প্রথম শনিবার অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে নানান কর্মসূচি আয়োজনের মাধ্যমে সারাদেশে জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপিত হয়ে থাকে। ৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে দেশের সকল সমবায়ীকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।
আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। এবারের জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন' যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী। বঙ্গবন্ধু গণমানুষের টেকসই উন্নয়নের জন্য সমবায় পদ্ধতিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু ও এদেশের সমবায় আন্দোলন এক ও অভিন্ন। জাতির পিতার আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখী, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ে তোলা। সমবায়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশের সংবিধানে সমবায়কে সম্পদের মালিকানার ২য় খাত হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। জাতির পিতা স্বপ্ন দেখতেন কৃষি নির্ভর বাংলাদেশে সমবায় পদ্ধতিতে উৎপাদন বৃদ্ধি করে সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক বণ্টন ব্যবস্থা প্রবর্তন করার। বঙ্গবন্ধু কৃষি, শিল্প, ভূমি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমবায় পদ্ধতি প্রয়োগের কথা বলতেন।
গ্রাম ও শহরের উন্নয়নকে এক সূত্রে গাঁথার অন্যতম মাধ্যম সমবায়। এ বিষয়টি বঙ্গবন্ধু দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। তাঁর উন্নয়ন চিন্তার অন্যতম মডেল ছিল গ্রাম-সমবায়। জাতির পিতার সুযোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও সমবায়কে একইভাবে লালন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবসের ভাষণে বলেছেন, "এটা পরীক্ষিত যে, বহুমুখী গ্রাম সমবায় আমরা যদি গড়ে তুলতে পারি, বাংলাদেশে কোন দারিদ্র্য থাকবে না।" মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ উন্নয়ন নির্দেশনার আলোকে এবং বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ এর বিশেষ অঙ্গীকার 'আমার গ্রাম, আমার শহর' ধারণাকে সামনে রেখে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক শহরের সুবিধা গ্রামে সৃষ্টির লক্ষ্যে 'বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম' প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প গ্রহণসহ বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলাই বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকারের অন্যান্য দপ্তরের ন্যায় সমবায় অধিদপ্তরের নেতৃত্বে দেশের সমবায়ীরা উৎপাদনমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় যথাযথ অবদান রেখে চলেছে।
আমি ৫০তম জাতীয় সমবায় দিবসের সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।
জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু

মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি

প্রতিমন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতিবছরের ন্যায় এবারও সারাদেশে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এ দিনে আমি দেশের সকল সমবায়ীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।
দারিদ্র্য বিমোচনে সমবায় একটি প্রাচীন ও পরীক্ষিত অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া। প্রতিটি সমবায় হচ্ছে এমন এক আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান যা টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সহায়তা করে যা সমাজ জীবনে আদর্শ ও মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ সৃষ্টি করে। বাংলাদেশে সমবায় পদ্ধতি শত বছরের অধিক সময়ের অনুসৃত একটি অর্থনৈতিক কৌশল যা পুঁজিবাদের অসম প্রতিযোগিতার মাঝে সগৌরবে মাথা উঁচু করে টিকে আছে। বর্তমান সরকারের টেকসই উন্নয়নের যে লক্ষ্য রয়েছে সেক্ষেত্রে সমবায় প্রতিটি ক্ষেত্রে অনবদ্য অবদান রাখতে সক্ষম।
সমাজের বিভিন্ন পেশাজীবী ও বেকার জনগোষ্ঠীর ভাগ্যের পরিবর্তন এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের অন্যতম সোপান হচ্ছে সমবায়। সমবায়ের এই আদর্শকে অনুসরণ করে পৃথিবীর বহুদেশ নিজেদের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত রেখেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই সত্যকে অনুধাবন করেই সংবিধানে সমবায়কে মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখেছিলেন বাংলাদেশ একদিন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ হিসেবে পৃথিবীর বুকে মাথা তুলে দাঁড়াবে।
বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে, বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, বেদে, হিজড়া, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি ও নারী উন্নয়নে সমবায়কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এ লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর দেশের প্রতিটি উপজেলায় 'বঙ্গমাতা মহিলা সমবায় সমিতি' গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে। এ উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের প্রান্তিক পর্যায়ের মহিলাদের স্বাবলম্বী করার পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন সুদৃঢ় করা সম্ভব। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর বহমানের গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ সমবায়ভিত্তিক গ্রাম উন্নয়নে উদ্যোগটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।
আমি আশা করি, সমবেতভাবে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশ গঠনে সমবায় সমিতিগুলো তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।
আমি জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মকাণ্ডের সাফল্য কামনা করি।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি

সভাপতি
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

আজ ৬ নভেম্বর, ৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০২১। এ উপলক্ষে দেশের সকল সমবায়ী ভাই ও বোনকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। এবছর জাতীয় সমবায় দিবসে গৃহীত প্রতিপাদ্য 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন' যা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উন্নয়ন ভাবনাকে যথার্থভাবে প্রতিফলিত করেছে। এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে যথাযোগ্য মর্যাদায় সারাদেশে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে ৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস পালিত হচ্ছে। একই সময়ে আমরা উদযাপন করছি জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী যা এবারের জাতীয় সমবায় দিবসকে দিয়েছে নতুনমাত্রা।
দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে সমবায় সারাবিশ্বে একটি প্রতিষ্ঠিত কৌশল। সমবায় অর্থনীতি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতি যা ব্যক্তির সৃজনশীলতাকে সামষ্টিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্যোক্তা হিসেবে বিকশিত করে। পাশাপাশি নিশ্চিত করে সুষম উন্নয়ন। বঙ্গবন্ধু যথাযথভাবে উপলব্ধি করেই ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে দেয়া ভাষণে সমবায়কে গ্রামোন্নয়নের প্রধান কৌশল হিসেবে বেছে নেয়ার ঘোষণা দেন। তিনি প্রতিটি গ্রামে বহুমুখী সমবায় সমিতি গড়ে তোলার নির্দেশনা দিয়েছিলেন। আজ বিশ্বে বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা দরিদ্র মানুষের উন্নয়নের অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে স্বীকৃত। বাংলাদেশের অর্থনীতি অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। করোনা ভাইরাস জনিত অতিমারির কারণে পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে নানাবিধ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমাদের দেশে মুজিব শতবর্ষে নানাবিধ বড় বড় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। দেশ ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছে, রচিত হচ্ছে উন্নয়নের নতুন নতুন ইতিহাস।
সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামের সাধারণ মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই ছিল বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের মূল উপজীব্য। আয়বৈষম্য হ্রাসকরে জাতির পিতা একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় সমবায় সংগঠনগুলো পুঁজি গঠন, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন কর্মধারায় নীরবে প্রবাহমান স্রোতের মতো বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে।
আমি সমবায় আন্দোলনের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও জাতীয় সমবায় দিবসের সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি

সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বাণী

আজ ৬ নভেম্বর ২০২১ খ্রিঃ ৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস। ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে দিবসটি পালিত হচ্ছে। এ বছর জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন'। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, গুরুত্ববহ ও সময়োপযোগী। জাতীয় সমবায় দিবসের এ শুভক্ষণে আমি দেশের সকল সমবায়ী ও সমবায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উষ্ণ অভিনন্দন ও অকৃত্রিম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর প্রাক্কালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মর্যাদাশীল উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার চূড়ান্ত সুপারিশ অর্জন করেছে। পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ আজ এক অনন্য উদাহরণ। এই উদাহরণ অগ্রগতির উদাহরণ। করোনা মহামারিতেও বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় অর্থনীতিতে বেশ সাফল্য অর্জন করেছে। বাংলাদেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৫ দশমিক ৪৭ শতাংশ যা বিশ্ব বাস্তবতায় সন্তোষজনক। করোনা মহামারিতে এ প্রবৃদ্ধি আমাদের জন্য এক বিশাল অর্জন। বঙ্গবন্ধু আমাদের স্বপ্ন দেখিয়েছেন, বাংলাদেশ একদিন ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত ও সমৃদ্ধশালী উন্নত দেশ হিসেবে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনের লক্ষ্যে কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে বঙ্গবন্ধু সমবায়কে বেছে নিয়েছিলেন। এক শতাব্দীরও অধিককাল ধরে সমবায় ব্যবস্থা দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও পদ্ধতি এত দীর্ঘ সময় টিকে থাকার পেছনেই নিহিত রয়েছে এর গ্রহণযোগ্যতা ও উপযুক্ততা।
বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন একটি পরীক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যার বিস্তার রয়েছে গ্রামীণ জনপদে, নগর জীবনে এবং আধুনিক বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে। বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল মানুষ। মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষকে সংগঠিত করে মানুষের অংশগ্রহণে তিনি ইতিহাসের সর্ববৃহৎ মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সকল কার্যক্রমে মানুষের সক্রিয় অন্তর্ভুক্তির ভাবনার মধ্যেই বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের গভীর তাৎপর্য নিহিত রয়েছে।
বঙ্গবন্ধু এবং সমবায় শব্দ দুটি একে অপরের পরিপূরক। বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনমান পরিবর্তনের জন্য সমবায় যেমনিভাবে অন্যতম কৌশল হিসেবে ভূমিকা রেখেছে তেমনিভাবে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাঁরই উত্তরসূরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতি বিবেচনায় সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০, রূপকল্প-২০৪১, ডেল্টা পরিকল্পনা ২১০০ এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে ভূমিকা রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।
আমাদের সকলের ঐক্যবদ্ধ চেতনায় ৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস সফল হোক সার্থক হোক এ কামনা করি।

মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি

নিবন্ধক ও মহাপরিচালক
সমবায় অধিদপ্তর

বাণী

৫০ তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে দেশের সকল সমবায়ীকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে পালিত হচ্ছে এবারের সমবায় দিবস। বিশ্ব অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় নব উত্তরণকালে এবারের সমবায় দিবস অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি।
স্বাধীনতার এই সুবর্ণজয়ন্তীতে প্রথমেই আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি। বঙ্গবন্ধুর অন্যতম উন্নয়ন দর্শন ছিল সমবায়। মহান মুক্তিযুদ্ধের পরে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ ছিল ধ্বংসস্তূপ, যুদ্ধবিধ্বস্ত সেই স্বাধীন বাংলাদেশকে মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে উন্নয়নের পথে নিয়ে যান বঙ্গ